গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং-১২.০৪.০০০০.০০৭.৯৯.০০১.১৭.

তারিখঃ ১২.০৫.২০২৫

খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী

প্রধান অতিথি : মো: জয়নাল আবেদীন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
সভাপতি : ড. মো: সাইফুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
তারিখ ও সময় : ৮ মে ২০২৫, সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

আলোচক	আলোচনা
জনাব সৈয়দ তানভীর আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, বীজের গুণগত মান ভালো না হলে ফসল ভালো হবে না। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য পুষ্টিমান ও সহজলভ্য হতে হবে। আকাশপথ, পানিপথ ও সড়কপথ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপকরণের সহজলভ্যতা থাকতে হবে এবং মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ থাকতে হবে। এসসিএ এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত বিভিন্ন নোটিফাইড ফসলের ৬৩৪টি জাত ছাড়করণ ও নিবন্ধন করা হয়েছে যেখানে এসসিএ'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে ভেজাল বীজ সরবরাহ রোধ করা সম্ভব যা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখবে।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা: জনাব মো: শামছুর রহমান খান উপপরিচালক (জাত পরীক্ষা) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপনায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এসসিএ কিভাবে ভূমিকা রাখবে সেটি ব্যাখ্যা করেন। মোবাইল কোর্ট ও ভোক্তা অধিকার আইন কার্যকর করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব। অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ এর ক্ষমতা এসসিএ এর আওতার বাইরে।
ড. মো: মোশারফ হোসেন মোল্লা সিএসও কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র বারি, গাজীপুর	তিনি বলেন, ৯০ দশকের পর আলুর গবেষণা জোরালোভাবে শুরু হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৯১টি জাত এবং ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ৯৬ টি আলুর জাত নিবন্ধন হয়েছে যা ব্রিডিং পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। খাদ্য নিরাপত্তায় আলুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলুতে জিংক, আয়রন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার গবেষণা চলমান। গ্রোথ রেগুলেটরের মাধ্যমে আলুর সাইজ বড় করা হয় যার কারণে আলুর স্বাদ কমে যাবে। আলুকে নিয়ন্ত্রিত ফসল না করা হলে আইরিশ ফেমিন এর পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এনএসবি'র সভায় আলুকে নিয়ন্ত্রিত ফসল করার ক্ষেত্রে এসসিএ এবং ডিএই কে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।
জনাব মো: নাছিম আকবর জেনারেল ম্যানেজার লাল তীর সীড লি.	তিনি লাল তীর সীড কোং লি. পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন যে, বেসরকারি সেক্টরে মানসম্পন্ন সবজি বীজ নিয়ে লাল তীর কাজ করছে। লাল তীরের ল্যাবটি বাংলাদেশের একমাত্র ISTA accredited ল্যাব। বেসরকারি সেক্টরে বীজের বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রমও চলমান আছে। মাঠ পর্যায়ে বীজের ভেজাল রোধে এসসিএর জোরদার ভূমিকা রাখার কথা বলেন।

আলোচক	আলোচনা
ড. মো: ইব্রাহিম খলিল যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি	তিনি বলেন, এসসিএর কার্যক্রমের ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটছে। মাঠ পর্যায়ে যানবাহনের অভাবে মনিটরিং কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এসসিএকে সকল দিক থেকে Strengthening করা জরুরী। মার্কেট মনিটরিং এর পূর্ণ ক্ষমতা এসসিএকে প্রদান করা প্রয়োজন। আলুর জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।
ড. মোছা: সিফাতে রব্বানা খানম এসএসও বিনা, ময়মনসিংহ	তিনি বলেন, ব্রিডার ট্যাগ যাতে সময়মত পাওয়া যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
ড. এম. শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী সিনিয়র সহকারী পরিচালক নাটা, গাজীপুর	তিনি বলেন, বীজের ক্ষেত্রে স্মার্ট এগ্রিকালচারের আওতায় বীজের উৎসের ডাটাবেজ প্রয়োজন যার মাধ্যমে স্মার্ট মনিটরিং সম্ভব। এসসিএ তে স্মার্ট মনিটরিং এর জন্য প্রকল্প নেয়া প্রয়োজন।
ড. খোন্দকার ইফতেখারুদ্দৌলা সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	তিনি বলেন, এসসিএকে শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা দরকার। কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব প্রয়োজন। সীড হেলথ স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন। কৃষক পর্যায়ে ভিত্তি বীজ বিক্রয় রোধ করতে হবে। ভিসিইউ টেস্টে Statistical ডাটা অ্যানালাইসিস করা প্রয়োজন। ট্যাগে কিউআর কোড ব্যবহার করতে হবে। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে ট্রায়াল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন।
জনাব এ, টি, এম রফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বিএমডিএ, রাজশাহী	তিনি বলেন, ব্রিডার সীডের প্যাকেট ১, ২, ৫ কেজি করা যায় কিনা ।
জনাব মো: রুহল আমিন ব্যবস্থাপক খামার বিভাগ, বিএডিসি	তিনি বলেন, এসসিএ কে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাঠ পরিদর্শন জোরদার করতে হবে। দ্রুত সময়ে অধিক সংখ্যক জাত ছাড়করণের ফলে জাতের গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকছে না, সেজন্য জাত ছাড়করণে সংখ্যার চেয়ে মানের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
জনাব মো: মনজু আলম সরকার জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, জয়পুরহাট	তিনি বলেন, বীজ আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। হাইব্রিড বীজের মনিটরিং কিভাবে হবে জানতে চান। জনবল ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে।
জনাব উম্মে সাবিহা তাসনিম এরিন অতিরিক্ত কৃষি অফিসার ডিএই, গাজীপুর	তিনি বলেন, এসসিএ ও ডিএই এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। সবাইকে সবার কাজ সম্পর্ক এ জানার সুযোগ করে দিতে হবে।
জনাব মো: জাফর ইকবাল জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, দিনাজপুর	তিনি বলেন, বীজের মাঠগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো থাকে তাই মাঠগুলো কমপ্যাক্ট করতে হবে। বীজ ডিলার নিয়োগের নীতিমালা প্রয়োজন। ট্যাগে কিউআর কোড সংযোজন প্রয়োজন।
ড. রুবায়েত আরা সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, খুলনা	তিনি বলেন, বিদেশ থেকে নন-সীড হিসেবে আমদানি করে দেশে সীড হিসেবে বিক্রি হয়। বাজারজাতকৃত বীজের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএসসিও'র কাছে থাকতে হবে। কৃষকের চাহিদার কারণে প্রচলিত কিন্তু অনিবন্ধনকৃত কিছু বীজ (স্বর্ণা, মিনিকেট ইত্যাদি) বাজারে বিক্রি হয় যা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়। সেক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দন্ড প্রদান করলে এসসিএ'র প্রতি মানুষের বিরুপ ধারণার সৃষ্টি হয়।
জনাব মাহমুদুল হাসান জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, টাংগাইল	তিনি বলেন, অনিয়ন্ত্রিত ফসলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সবজি বীজের লট নম্বর লেখার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন ।
ড. পলাশ সরকার আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, রংপুর	তিনি বলেন, খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে মাটি ও বীজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবজি বীজে বেসরকারি সেক্টরের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এসসিএর জন্য বর্তমানে জনবল ও

আলোচক	আলোচনা
ড. সুরজিত সাহা রায় আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বরিশাল	তিনি বলেন, খাদ্য নিরাপত্তায় সকল ফসলের মান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসসিএর কাছে রাখতে হবে। এসসিএ ভালো পরিমাণ রাজস্ব আদায়ে অবদান রাখে কিন্তু সেই পরিমাণ লজিস্টিক সাপোর্ট পায় না। বিশ্বে কোথাও দ্রুততম সময়ে বীজ পরীক্ষার পদ্ধতি থাকলে সেটা বাংলাদেশে Introduce করা প্রয়োজন।
জনাব মো: জয়নাল আবেদীন পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী. গাজীপুর	তিনি বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হলে ভালো জাতের বীজ প্রয়োজন। প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত ছাড়করণের মাধ্যমে প্রতিকূল এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন হচ্ছে। ব্রি এর সহযোগিতায় এসসিএ'র কর্মকর্তাদের Statistical Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৯৬০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নোটিফাইড অবস্থায় আলুর ৯১টি জাত এবং ২টি TPS সহ মোট ৯৩টি জাত বারি, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। ননোটিফাইড অবস্থায় মাত্র ৪ বৎসরে ৯৪টি জাত নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধনকৃত ৯৪ টি আলুর জাতের মধ্যে ৫২টি জাতের মাঠে কোন অস্তিত্ব নাই। ৪২টি জাত (কৃষক পর্যায়ে ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বীজ বর্ধন খামারে) মাঠ পর্যায়ে পাওয়া গেছে। ননোটিফাইড অবস্থায় বাংলাদেশে ৫টি নতুন পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে যা অতীতে আলু ফসলে দেখা যায় নি। ২০২৩-২৪ সালে বারি আলু৭- ২৬.৮ ভাগ, বারি আলু৮- ১৪.১৫ ভাগ, বারি আলু২৫- ২৩.৪১ ভাগ, বারি আলু১৩- ৭.০৫ ভাগ এবং বারি আলু২৯- ৪.৩৯ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত ৫টি জাত ৭৫.৮ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছে। বারি, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল জাত ৮৬ ভাগ জমিতে চাষ হয়। ননোটিফাইড অবস্থায় নিবন্ধনকৃত নতুন জাতের মধ্যে শুধুমাত্র বিএডিসি আলু১ (সানসাইন) ১.৩৮ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছে। স্থানীয় জাতের মধ্যে কেবলমাত্র লাল পাকড়ী ৮৬.৪২ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছে। জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট এর মাধ্যমে এসসিএকে শক্তিশালীকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/০৫/২০২৫

মো: জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ফোন নং-+৮৮০-২-৪৯২৭২২০০
Email : dir.sca.gov.bd@gmail.com